দৈনিক প্রথম আলো

অভিমত

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস-ফেল

শেখ এমদাদুল হক চিশতী

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আয়োজিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি, বিশেষ করে এসব পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের পদ্ধতি অত্যন্ত সেকেলে এবং অযৌক্তিক। আর এ পাস/ ফেলের নির্মম নিয়মের শিকার হয়ে প্রতিবছরই অগণিত তরুণ-তরুণীর জীবন হয়ে পড়ছে হতাশাগ্রস্ত এবং অনিশ্চিত। এহেন হতাশার অন্ধকারে আশার আলো দেখিয়েছিল গত আগস্ট মাসে প্রকাশিত একটি খবর। এ খবর অনুযায়ী এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় মাত্র একটি বিষয়ে ফেল পরীক্ষার্থীরা পরবর্তী বছর শুধু অকৃতকার্য বিষয়টিতে পাস করলেই মোট প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ডিভিশন পাবে এবং আগামীতে দুবিষয়ে অকৃতকার্যদের বেলায়ও অনুরূপ নিয়ম কার্যকর হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, এক বিষয়ে অকৃতকার্যদের জন্য বর্তমানে 'বিশেষ পাস' নামক এক অদ্ভুত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু এবারের প্রস্তাবিত নিয়মটি গুণগতভাবে অনেক বেশি যুগোপযোগী, আধুনিক। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে (আগস্টের মাঝামাঝি) এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জেনে হতাশই হতে হলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক উত্থাপিত উক্ত প্রস্তাবটি পাস হয়নি, সুতরাং আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। কিন্তু প্রস্তাবটি বাতিল হলো কোন যুক্তিতে— তা আমাদের অজানাই রয়ে গেলো। যদিও উক্ত খবরে বলা হয়— ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আবারও উক্ত প্রস্তাব পাস করানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু কখন— তা স্পষ্ট নয়। আর যদি একই সভায় প্রস্তাবটি আবারও উত্থাপিত হয় তবে কি সভার সম্মানিত সদস্যগণ তাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বদল করবেন? এ প্রস্তাবটি কার্যকর হলে এটা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে—এ আশাবাদ ব্যক্ত করা যায় নিঃসন্দেহে। তাই প্রস্তাবটি আশু কার্যকর না হলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

আমাদের দেশে পাস ফেলের যে নিয়ম ঔপনিবেশিক আমল থেকে চালু রয়েছে, তা অত্যন্ত সেকেলে, অযৌক্তিক এবং আধুনিক বিশ্বে নজিরবিহীন। একবার ভাবুন— একজন পরীক্ষার্থী ১০ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে নয় বিষয়ে পাস করেও একটি মাত্র বিষয়ে ফেল করার কারণে সম্পূর্ণভাবে ফেল। ডিভিশনসহ পাসের জন্য তাকে পুনরায় সব পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়? যে ছাত্র নয় বিষয়ে অকৃতকার্য সেও ফেল, আবার যে মাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য সেও ফেল। অনেকে ভাবছেন, 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? এক বিষয়ে ফেল করলে তো ফেলই। সবসময় এ নিয়মই চালু ছিল, আমরা সবাইতো এ নিয়মেই পাস/ফেল করেছি।' কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারবো নিয়মটি কতো অমানবিক, অযৌক্তিক। আর আমরা একটি ভুল নিয়মের শিকার ছিলাম বলে এখনো তা চলবে, এমনতো ভাবা উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতার কথা বলা হয়, কিন্তু 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগের পাস/ফেল ব্যবস্থা চালু রেখে কি এটা সম্ভব? আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরা যে এটা বোঝেন না— তা নয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত হলেই এ ব্যাপারে ধারণা লাভ করা যাবে। বাউবির নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার্থীদের একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয় এবং এ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পাস করলে প্রাপ্তনম্বর অনুযায়ী পরীক্ষার্থীর পাসের ডিভিশন নির্ধারিত হয়। এটাই যৌক্তিক এবং আমাদের দেশে প্রচলিত ও লেভেল/এ লেভেলেও অনুরূপ নিয়মই অনুসরণ করা হয়। একই দেশে এতো রকমের নিয়ম কেন? যে নিয়ম বাউবিতে চলতে পারে, তা কেন শিক্ষা বোর্ডগুলোতে কার্যকর করা যাবে না? অনেকেই হয়তো ভাবছেন— তা হলে যারা এক বছরেই পাস করবে তাদের সঙ্গে যারা একাধিক বছরে পাস করবে তাদের পার্থক্য রইলো কোথায়? যারা একবার পাস করতে পারেনি তাদের কি পরোক্ষভাবে পুরস্কৃত করা হবে না? আদৌ না। যারা প্রথম বছরেই পাস করবে না, তারা অন্তত কবছর পিছিয়ে যাবে। এর চেয়ে বড়ো সাজা আর কি হতে পারে?

বর্তমান নিয়মের কারণে অনেকেরই লেখাপড়া অসময়েই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী শিকার হচ্ছে অপূরণীয় ক্ষতির। অনেক ছাত্রছাত্রী ৩৫০/৪০০ পেয়ে পাস করে যাচ্ছে কোনো বিষয়ে ফেল নেই বলে, আবার ৭০০/৭৫০ পেয়েও ফেল করছে অনেকে এবং পরবর্তী বছর সব পরীক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছে, একটি মাত্র কারণে— কোনো একটি বিষয়ে ফেল। অথচ এ ফেলের কারণ হতে পারে বিবিধ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, এমনকি পরীক্ষকের অবহেলা এবং অদক্ষতা এবং অবশ্যই পরীক্ষার্থীর যথাযথ প্রস্তুতির অভাব। শেষোক্ত কারণটি ছাড়া অন্য যেকোনো কারণে ফেল করালে পরীক্ষার্থীর প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এটা স্পষ্ট, প্রচলিত নিয়মে লঘুপাপে গুরুদণ্ডকেই উৎসাহিত করা হয়। এখানে পরীক্ষককে অবহেলা এবং অদক্ষতার ব্যাপারটি সম্পর্কে দুএকটা কথা বলা দরকার। কারণ অনেকেই ব্যাপারটা সহজভাবে নাও নিতে পারেন। এটা মোটামুটি 'ওপেন সিক্রেট' যে, অনেক পরীক্ষকই নিজেরা উত্তরপত্র না দেখে তাদের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন এমনকি ছাত্রদের দিয়ে উক্ত কাজটি করান। এমনকি দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রকে দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের ঘটনাও জানা গেছে। এটা কি অবহেলা নয়? তদুপরি রয়েছে পরীক্ষকদের মানবণ্টনের ভিন্নতা। বিশেষ করে রচনামূলক উত্তরে মানবণ্টনে বিভিন্ন পরীক্ষকদের মধ্যে 'মতভেদ' তো মাঝে মাঝে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বছর ২১/২২ আগের কথা। আমার এক শিক্ষক গেছেন বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রথমপত্রের খাতা আনতে। উত্তরপত্র বিতরণের পূর্বে প্রধান পরীক্ষক সাহেব সব পরীক্ষকদের নিয়ে সভায় বসেছেন। নম্বর বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে একই উত্তরপত্রের একটি করে কপি সবাইকে দিয়ে মূল্যায়ন করতে বলা হয়। পরীক্ষকবৃন্দের প্রদত্ত নম্বর তুলনা করে যা পাওয়া গেলো তাতে স্বাভাবিক লোকের ভিরমি খাবার কথা। সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছিল ৫৬, আর সর্বনিম্ন ২৩। আমার স্যার দিয়েছিলেন ৩৪। এবার ভাবুন- পরীক্ষায় পাস করা না লটারি জেতা। এখন অবজেক্টিভ চালু হওয়ায় এ ঝুঁকি কিছুটা কমেছে, কিন্তু একেবারেই চলে গেছে- তা বলা যাবে না। রচনামূলক অংশতো আলাদাভাবেই পাস করতে হয়। অবশ্য খোদ অবজেক্টিভ নিয়েই মাঝে মধ্যে রসিকতার জন্য কম্পিউটার তো রয়েই গেছে।

আমি জানি উপরের আলোচনা অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষক সমাজ আমাদের পূজনীয়। কিন্তু কিছুসংখ্যক শিক্ষকের অবহেলা/অদক্ষতা এ মহান পেশার সুনামের ওপর কালিমা লেপন করছে এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপ অবশ্যই কাম্য। এসব নাজুক কথাবার্তা বলতে বা শুনতে অনেকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু চুপ করে থাকলে সমস্যা বাড়তেই থাকবে। তাই এসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার উদ্দেশ্য এটাই দেখানো যে, ঢাকা বোর্ডের প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমার ধারণা এ প্রস্তাব কার্যকর হলে আরো একটি নাজুক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে অনেকাংশে— সেটা হলো পরীক্ষায় নকল এবং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগে এবং পরে বিভিন্ন অসদুপায় অবলম্বন সমস্যা। যেহেতু বর্তমান নিয়মে একটি বিষয়েও ফেল করলে ডিভিশনসহ পাস করতে পরের বছর সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় (এবং অবশ্যই সব বিষয়ে পাস করতে হয়)— তাই প্রথমবারেই পাস করার জন্য পরীক্ষার্থীরা 'ডেসপারেট' থাকে। ফেলভীতি তাদের এতোটাই কাবু করে রাখে যে, যেকোনো মূল্যেই পাস করার জন্য পরীক্ষার আগে সুবিধামতো কেন্দ্র নির্ধারণ, পরীক্ষার সময় নকল এবং পরীক্ষার পর তদবিরসহ সম্ভব-অসম্ভব (!) সবই তারা করার চেষ্টা করে। কিন্তু একজন পরীক্ষার্থী যদি জানে যে, এক/দুই বিষয়ে পরীক্ষা খারাপ হলে পরবর্তী বছর তাকে শুধু উক্ত বিষয়/বিষয় দুটোতে ভালো করতে হবে, তবে ফেল আতঙ্ক অনেকাংশে কমে আসবে এবং একই সঙ্গে অসদুপায়ে পাসের জন্য বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছাও কমে যাবে। কেউ কেউ বলবেন- এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন। সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মৌলিক উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে কি? যাবে না— কারণ সর্ষেতে ভূত থাকলে সর্ষে দিয়ে কিভাবে ভূতের চিকিৎসা হবে। গলদ তো পাস/ফেলের প্রচলিত নিয়মে।

অনেকেই ভাবছেন- ঢাকা বোর্ডের প্রস্তাব কার্যকর হলে পাসের হার অনেক বেড়ে যাবে। যদি তাই হয়- তবে ক্ষতি কি? শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা নেয় কি পাস করাতে না ফেল করাতে? একেকজন ছাত্রছাত্রীর ফেল কি একেকটি পরিবারের জন্য ট্রাজেডি নয়? অনেকে ভাবছেন বর্তমানে যারা পাস করছে তাদের জন্যই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চাকরি নেই, অতিরিক্তদের কি হবে? শুধুমাত্র আরো কিছু এসএসসি/এইচএসসি পাস বেকারের সৃষ্টি। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত বলে, চাকরি নেই বলে পাস করানো যাবে না। এটা কোনো যুক্তি নয়। অপর পক্ষে এটা অনস্বীকার্য যে, যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ কাঙ্ক্ষিত পাস আসলে সংশ্লিষ্ট তরুণ-তরুণীদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস অনেক অনেক বেড়ে যায়, যা পরবর্তী সময়ে তাদের সাহস যোগায় কর্মজীবনে।

আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান মনোযোগ থাকে পরীক্ষা বিশেষ করে পরীক্ষার ফলাফলের ওপর আর লেখাপড়া থাকে অবহেলিত। পরীক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন এবং হয়তো সর্বাবস্থায়ই সেটা থাকবে। কিন্তু পরীক্ষাতন্ত্র অবশ্যই কাম্য নয়। পাস, ফেলের যে নিয়মে এমনকি একজনও পরীক্ষার্থী ১০ বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ে ফেল করার কারণে (হয়তো ফেলের জন্য সে আদৌ দায়ী নয়) আত্মহত্যার মাধ্যমে নিষ্কৃতি পেতে চাইবে ... অত্যন্ত অমানবিক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ পাস/ফেলের প্রচলিত নিয়মে কিছুটা হলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ঢাকা বোর্ডের প্রস্তাবিত নিয়মটি আশু কার্যকর করার ব্যবস্থা করুন। আর ভবিষ্যতে এ নিয়মটি স্নাতক পর্যায়েও কার্যকর হওয়া উচিত।

ড. শেখ এমদাদুল হক চিশতী : ভূ-পদার্থবিদ।

আমাদের দেশে পাস ফেলের যে নিয়ম ঔপনিবেশিক আমল থেকে চালু রয়েছে, তা অত্যন্ত সেকেলে, অযৌক্তিক এবং আধুনিক বিশ্বে নজিরবিহীন। একবার ভাবুন— একজন পরীক্ষার্থী ১০ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে নয় বিষয়ে পাস করেও একটি মাত্র বিষয়ে ফেল করার কারণে সম্পূর্ণভাবে ফেল। ডিভিশনসহ পাসের জন্য তাকে পুনরায় সব পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়?

তারিখ OCT 31 1999 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪